মুক্তির পথে আহবান

ইউনিট ১

ভূমিকা

ঈশ্বর নিজ প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন। তাকে দিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দান স্বাধীনতা। কিন্তু মানুষ তার স্বাধীনতার অপব্যহার করে পাপে পতিত হলো। তখন দয়ালু ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে পাঠিয়ে মানুষকে পাপমুক্ত করবেন। যিনি মানুষকে মুক্তির পথে পরিচালনা করবেন। মানুষ স্বাধীনতা ও মুক্তির আনন্দ নিয়ে জীবন যাপন করবে। ইস্রায়েল জাতিকে তিনি মোশীর মাধ্যমে মিশর দেশের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন। নতুন নিয়মে যীশু নিজেই মানব জাতিকে মুক্তির পথে আহ্বান করে পিতার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছেন। মানুষের মুক্তির জন্য তিনি প্রাণ বিসর্জন দিলেন এবং মৃত্যুকে জয় করে মানুষকে পাপমুক্ত করলেন। প্রত্যেক খ্রিষ্টভক্তের জীবনাহ্বানই হলো মুক্তির পথে চলার আহ্বান! সত্য ও ভালোবাসার পথই হলো মুক্তির পথ।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১.১ : মুক্তির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
পাঠ-১.২ : স্বাধীনতা ও তার বৈশিষ্ট্য
পাঠ-১.৩ : মুক্ত মানুষ হওয়ার উপায়
পাঠ-১.৪ : খ্রিষ্ট ও মুক্তি
পাঠ-১.৫ : ভক্ত জনগণ ও মুক্তি-১
পাঠ-১.৬ : ভক্ত জনগণ ও মুক্তি-২

পাঠ-১.১ মুক্তির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুক্তি সম্পর্কিত ধারণা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- মুক্তি লাভের জন্য যীশুর শিক্ষা কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**নিষ্ঠাবান, স্বাধীন, সত্য, দাসত্ব, পাপ ও ক্রীতদাস**

যোহন ৮:৩১-৩৬

যীশু এবার তাঁর প্রতি বিশ্বাসী এই সব ইহুদীকে লক্ষ্য করে বললেন; "তোমরা যদি আমার বাণী পালনে নিষ্ঠাবান থাক, তাহলেই তো তোমরা আমার যথার্থ শিষ্য: তাহলেই তো সত্যকে তোমরা জানতে পারবে আর সত্য তখন তোমাদের স্বাধীন করে দেবে। ইহুদী ধর্মনেতারা তখন বলে উঠলেন; "আমরা ইহুদীরা আব্রাহামের বংশের লোক, আমরা কারও দাসত্ব করিনি কখনো! তাহলে আপনি কি করে বলছেন যে, তোমরা স্বাধীন হয়ে উঠবে?" উত্তরে যীশু বললেন; "আমি আপনাদের সত্যি সত্যিই বলছি, যে-কেউ পাপ করে, সে পাপের ক্রীতদাস। এখন, ক্রীতদাস তো স্থায়ী ভাবে ঘরে থাকে না; পুত্র কিন্তু স্থায়ী ভাবেই থাকে। তাই স্বয়ং পুত্রই যদি আপনাদের স্বাধীন করে দেয়, আপনারা সত্যিই স্বাধীন হয়ে উঠবেন।

অনুধ্যান ঃ মানুষ মাত্রই মুক্তিকামী। মুক্তি অর্থ হলো কোন অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে নিস্তার লাভ করা। মানুষ দুঃখকষ্ট, দারিদ্র্য, রোগ, হতাশা-নিরাশা, অশান্তি, ভয়, পাপ এবং পরাধীনতা থেকে মুক্তি চায়। ইস্রায়েল জাতি সুদীর্ঘকাল মিশরীয়দের দাসত্বে আবদ্ধ ছিল। তারা চেয়েছিল এই দাসত্ব থেকে মুক্তি। বাঙ্গালি জাতি মুক্তি চেয়েছিল বৃটিশ এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের শাসন থেকে। মানুষ শুধুমাত্র বাহ্যিক মুক্তিই কামনা করে না বরং মানুষ তার অন্তরে নিহিত পাপ স্বভাব থেকেও মুক্তি কামনা করে। আদিপাপের ফলে মানুষ পাপের কারাগারে বন্দি হয়েছে। মানুষ হয়ে পড়ে পাপের ক্রীতদাস। মানুষকে পাপ থেকে মুক্তি দিতে প্রভু যীশু মানবের মুক্তিদাতারূপে এই ধরাধামে এসেছিলেন। নিজ জীবন দিয়ে তিনি আমাদের জন্য অর্জন করেছেন মুক্তি। পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যমে আমরা লাভ করেছি স্বাধীনতা। ইহুদী সমাজনেতারা যীশুর মুক্তির বাণী বুঝতে পারেন নি। তারা নিজেদের মুক্ত বা স্বাধীন বলে মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা ছিলেন অন্তঃসারশূন্য। কিন্তু যারা যীশুর দেয়া মুক্তিকে নিজ জীবনে গ্রহণ করেছে তারা হয়ে উঠেছে স্বাধীন মানুষ। মুক্তিদাতা যীশুর দেয়া মুক্তির বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- সকল প্রকার পাপের দাসত্ব পরিত্যাগ করা, ঈশ্বরকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করে তাঁকে ভালোবাসা, প্রতিবেশীর সাথে প্রেমপূর্ণ মিলন সমাজ গড়ে তোলা, সর্বান্তকরণে পরের মঙ্গল কামনা করা, ঐশক্ষমালাভ ও ক্ষমাদান করা। যীশুর দেয়া ভালোবাসার শিক্ষা ও সত্য সাধনার মাধ্যমে মানুষ পেতে পারে মুক্তি। ভাইবোনদের পা ধুয়ে দিয়ে পুনরায় মিলিত হতে পারলেই লাভ করা যাবে মুক্তির আনন্দ।

মনে রাখি ঃ মুক্তিদাতা যীশুর শিক্ষা- প্রেম ও ক্ষমা আনে মুক্তির দীক্ষা।

শব্দটীকা ঃ নিষ্ঠাবান- আস্থাশীল, বিশ্বাসভাজন; ক্রীতদাস- আজীবনের জন্য কেনা গোলাম

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**ব্যক্তিগতভাবে কিছুক্ষণ নীরবে ধ্যান-প্রার্থনা করুন, আপনার জীবনে কোন ধরনের মুক্তি দরকার তা যীশুকে বলুন।**

সারসংক্ষেপ

পাপীতাপী-যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষ সর্বদাই মুক্তি কামনা করে। প্রভু যীশু নিজেই মুক্তিদাতা। সত্যিকারভাবে নিজ জীবনে যীশুকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়েই আসে মুক্তি। মুক্তিদাতা যীশুর শিক্ষা হলো- সবাইকে ক্ষমা করা ও ভালোবাসা। এর মধ্য দিয়েই আসে মুক্তি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মুক্তি অর্থ হলো-

ক) স্বাধীনভাবে বিচরণ করা
খ) নিজের খেয়াল খুশিমতো চলা
গ) অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়া
ঘ) অধিকার লাভ করা।

২। যীশুর মুক্তির বাণী হৃদয়ে ধারণ করতে পারেন নি-

i. সমাজের প্রবীণেরা ii. ভণ্ড ভাববাদীরা iii. ইহুদী সমাজনেতারা ও ফরিসীরা

কোনটি সঠিক?

ক) i
খ) ii
গ) iii
ঘ) i, ii ও iii

৩। খ্রিষ্টীয় মুক্তির বৈশিষ্ট্য হলো-

ক) রাষ্ট্রীয় অধীনতা মেনে চলা
খ) ঐশক্ষমালাভ ও ক্ষমাদান করা
গ) ধর্মীয় বিধান পালন করা
ঘ) সামাজিক আইন পালন করা।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

রমা যীশুর আশ্চর্যকাজ ও রোগীদের সুস্থ করার গল্পগুলো শুনতে খুব পছন্দ করে। যীশু অন্ধকে দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন, খোঁড়াকে চলার শক্তি দিয়েছেন, ক্ষুধার্তকে খেতে দিয়েছেন এসব গল্প বারবার শুনেও সে ক্লান্ত হয় না। একদিন সে তার মাকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা মা, যীশু এই কাজগুলি কেন করেছিলেন? তখন তার মা বুঝিয়ে বললেন, যীশু এই পৃথিবীতে এসেছিলেন পাপী ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের মুক্তি দিতে। তাই তিনি মানুষকে তার দুঃখ-কষ্ট ও রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতেন। মানুষও মুক্তিলাভের আশায় যীশুর পেছন পেছন যেত। এই কথাগুলো শুনে রমাও মনে মনে যীশুকে তার মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করল।

ক) আমাদের মুক্তিদাতার নাম কী?
খ) মানুষ কেন বিভিন্ন অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চায়?
গ) নিজ জীবনের মুক্তিলাভের জন্য আপনি কী করেন?
ঘ) উদ্দীপকের রমা কেন যীশুকে তার জীবনের মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করেছে?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১: ১. গ ২. গ ৩. খ

পাঠ-১.২ স্বাধীনতা ও তার বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- স্বাধীনতার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- স্বাধীনতার বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**স্বাধীনতা, নিম্নতর স্বভাব, পবিত্র আত্মার প্রেরণা ও ভালোবাসা**

গালাতীয় ৫:১৩-১৭

যে-কথা বলছিলাম, তোমরা তো, ভাই, স্বাধীন মানুষ হওয়ার জন্যেই আহূত হয়েছ। শুধু দেখো, এই স্বাধীনতা যেন তোমাদের নিম্নতর স্বভাবটাকে কোন রকম সুযোগ না দেয়। তোমরা বরং ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরস্পরের সেবা কর। কারণ সমগ্র ঐশ বিধানের সারকথা এই একটি আদেশের মধ্যেই ব্যক্ত ঃ "তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মতোই ভালোবাসবে।" তবে তোমরা যদি নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি খেয়োখেয়ি কর, তাহলে সাবধান ঃ তোমরা কিন্তু তাতে নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ঘটাবে। এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য বরং এই যে, তোমরা পবিত্র আত্মার প্রেরণামতোই পথ চল, তাহলে তোমাদের সেই নিম্নতর স্বভাবটার কামনা তোমাদের আর মেটাতেও হবে না। কারণ মানুষের নিম্নতর স্বভাবটার কামনা, সে তো পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধেই যায়; এদিকে পবিত্র আত্মার ইচ্ছা কিন্তু সেই নিম্নতর স্বভাবটার বিরোধিতাই করে। এই দুই পক্ষের মধ্যে এক দ্বন্দ্ব যেন লেগেই আছে! ফলে তোমরা যা করতে চাও, তোমরা তা করতে পার না।

অনুধ্যান ঃ আমরা সবাই স্বাধীন মানুষ হওয়ার জন্যেই আহূত। স্বাধীনতা অর্থ হলো নিজের আচার-আচরণ, বিবেক-বুদ্ধি এমনভাবে পরিচালনা করা বা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার এমন ক্ষমতা যার মধ্য দিয়ে অন্যের কল্যাণ বা মঙ্গল সাধিত হয়। স্বাধীনতার সাথে জড়িত আছে দায়িত্ববোধ। স্বাধীনতা মানে আমি যা খুশি তা করতে পারি এমনটি নয়। স্বেচ্ছাচারী বা বেপরোয়া আচরণ নয়। আমরা বলতে পারি, স্বাধীনতা হলো পরিপক্ব ও দায়িত্বশীল মানুষের আচরণ। যেখানে প্রকৃত ভালোবাসা সেখানেই স্বাধীনতা। কারণ ভালোবাসাতে সবই ভালো এবং সবই আনন্দময়। প্রকৃত স্বাধীনতা আসে আমরা যখন পবিত্র আত্মার প্রেরণামতো পথ চলি। পবিত্র আত্মার প্রেরণা বলতে আমরা বুঝে থাকি ঐশবিধানকে। ঐশবিধান হলো- "তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মতোই ভালোবাসবে।" আমরা যখন প্রতিবেশীকে ভালোবাসি তখন আমরা কোনভাবেই তাদের অমঙ্গল কামনা বা রেষারেষি করি না। রেষারেষি বা নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করা নিম্নতর স্বভাবের পরিচয় যা আমাদের পরাধীন করে তোলে। ভালোবাসাপূর্ণ আচার আচরণের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহার করতে পারি। আমরা বলতে পারি স্বাধীনতার বৈশিষ্ট্য হলো- অন্যের ভালো কামনা করা।

মনে রাখি ঃ স্বাধীনতা হলো পরিপক্ব ও দায়িত্বশীল মানুষের আচরণ। যেখানে প্রকৃত ভালোবাসা সেখানেই স্বাধীনতা।

শব্দটীকা ঃ স্বাধীনতা- মুক্ত, বাঁধাহীন, স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করা, নিজের বশে থাকা, অনন্যনির্ভর; নিম্নতর স্বভাব- পাপের স্বভাব

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**আপনার আচরণে কীভাবে স্বাধীনতার বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে ওঠে বলে আপনি মনে করেন তা দলের সাথে সহভাগিতা করুন।**

সারসংক্ষেপ

স্বাধীনতার অর্থ হলো মুক্ত মনে অন্যের মঙ্গল বা কল্যাণ কামনা করা। স্বাধীনতা পরিপক্ব মানুষের দায়িত্বশীল আচরণ। অন্যকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই আমরা স্বাধীন হয়ে উঠি। প্রতিবেশীকে ভালোবাসা হলো ঐশবিধান এবং পবিত্র আত্মার প্রেরণা। পাপস্বভাব হলো নিম্নতর স্বভাব যা মানুষকে পরাধীন করে তোলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্বাধীনতার অর্থ হলো-

ক) অন্যের মঙ্গল কামনা করা
খ) বাধ্য হয়ে অন্যের মঙ্গল কামনা করা
গ) স্বেচ্ছায় পরের ভালো করা
ঘ) স্বেচ্ছাচারী আচরণ করা।

২। স্বাধীনতা কোন ধরনের মানুষের আচরণ -

i. পরিণত ও রক্ষণশীল ii. ক্ষমতা ও দায়িত্বশীল iii. পরিণত ও দায়িত্বশীল ।

কোন্‌টি সঠিক?

ক) i
খ) ii
গ) iii
ঘ) i, ii ও iii

৩। মানুষ পরাধীন হয়-

ক) দারিদ্র্য ও অভাবের কারণে
খ) সামাজিক চাপের প্রভাবে
গ) শারীরিক অসুস্থতার কারণে
ঘ) পাপ স্বভাবের কারণে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ডমিনিক ও জন একই পাড়ায় পাশাপাশি বাড়িতে বাস করেন। ডমিনিকের একমাত্র নাতির জন্মদিন। খুব ঘটা করে জন্মোৎসব পালনের আয়োজন করা হলো। সারারাত বাদ্যবাজনা বাজবে ও পানাহার চলবে। এরমধ্যে হঠাৎ করে জন খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তার হৃৎপিণ্ডে অনেক বড় অপারেশন হলো। উৎসবের দুই দিন আগে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন। এদিকে আবার তার ছোট মেয়ের এসএসসি পরীক্ষা একদিন পর। এই বিষয় দুটি ডমিনিকের ছেলে বিমলের চিন্তায় এলো। তিনি তার পরিবারের সাথে কথা বলে প্রতিবেশীর মঙ্গল চিন্তা করে খুবই সাদাসিধেভাবে উৎসব পালন করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ক) স্বাধীনতা বলতে কী বুঝেন?
খ) একজন স্বাধীন মানুষের আচরণ কীরূপ?
গ) ডমিনিকের পরিবার কীভাবে স্বাধীনতার ব্যবহার করেছে?
ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত বিমলের চিন্তায় স্বাধীনতার কোন্‌ বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠেছে বর্ণনা করুন?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২: ১. ক ২. গ ৩. ঘ

পাঠ-১.৩ মুক্ত মানুষ হওয়ার উপায়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুক্ত মানুষ হওয়ার পথে কী কী বাঁধা রয়েছে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মুক্ত মানুষ হবার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- মুক্ত মানুষ হলো ঐশপ্রতিরূপে সৃষ্ট এক নতুন মানুষ তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**জীর্ণ পোশাক, নতুন মানুষ, পাপ স্বভাব ও মুক্ত মানুষ**

এফেসীয় ৪:২২-৩২

তোমরা তো এই শিক্ষাই পেয়েছ যে, তোমাদের আগেকার জীবনযাত্রা ছেড়ে দিতে হবে; জীর্ণ পোশাকের মতোই পরিত্যাগ করতে হবে তোমাদের সেই পুরনো মানুষটাকে, মোহময় কামনায় ক্ষয়িষ্ণু সেই মানুষটাকে! মনের নবপ্রেরণায় নবীন হয়ে তোমাদের বরং পরে নিতে হবে সেই নতুন মানুষটিকে, যে-মানুষ সৃষ্ট হয়েছে ঐশপ্রতিরূপে, সত্যের প্রভাবে ধর্মিষ্ঠ ও পবিত্র এক সৃষ্টিরূপে। তাই বলছি, মিথ্যাকে বর্জন করে তোমরা প্রত্যেকে নিজেদের প্রতিবেশীর কাছে সত্য কথাই বল; কেন না পারস্পরিক সম্পর্কে আমরা তো অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরই মতো। তোমরা ক্রুদ্ধ হলেও পাপ করো না যেন! দেখো, এমনটি যেন না হয়: তোমরা রুষ্ট হয়েই আছ, এদিকে সূর্যও অস্ত যাচ্ছে! শয়তানকে কিছু করার সুযোগ তোমরা দিও না! চুরি করা যার স্বভাব, সে যেন আর চুরি না করে; সে বরং কাজ করুক, নিজের দু'টো হাত দিয়ে সে বরং ভালো-কিছুই করুক, তাহলে সে তো তার নিজের থেকে অভাবী মানুষেরও কিছু-না-কিছু ভাগ দিতে পারবে। তোমাদের মুখ থেকে যেন কখনো খারাপ কথাবার্তা না বেরোয়; বরং মানুষের যা ভালো করতে পারে, প্রয়োজন মতো গঠনমূলক কোন কিছু করতে পারে, তোমরা তেমন কথাই বলো, যাতে, যারা শুনছে, তাদের যেন কিছু উপকার হয়।

আর একটি কথা: ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মা যিনি, তাঁকে তোমরা কখনো দুঃখ দিয়ো না। তোমাদের অন্তরে তিনি তো সেই মুদ্রাঙ্কন, যে-মুদ্রাঙ্কনে তোমরা চিহ্নিত হয়েছ পুর্ণ মুক্তিলাভের সেই দিনটির জন্যে। তোমাদের মধ্যে কোন তিক্ততা, কোন রোষ-আক্রোষ রেখো না; কোন কটু কথা, কোন ক্রুদ্ধ চিৎকার, কোন রকম অনিষ্ট কামনা আর নয়। তোমরা একে অন্যের প্রতি সহৃদয় হও, হও কোমলপ্রাণ। পরস্পরকে তোমরা ক্ষমা করে নাও। যেমন খ্রিষ্টে তোমাদের আশ্রয় দিয়ে ঈশ্বরও তোমাদের ক্ষমা করেছেন।

অনুধ্যান ঃ পাপ স্বভাবের কারণে মানুষ তার স্বাধীনতা হারায়। তাই মুক্ত বা স্বাধীন মানুষ হবার উপায় হলো- পাপ স্বভাব চিহ্নিত করে সেগুলি ত্যাগ করা। এই পাপ স্বভাবগুলো হলো কামনাবাসনা, মিথ্যে বলার অভ্যাস, লোভ করা, চুরি করা, রাগ করা, পরনিন্দা ও সমালোচনা করা এবং অসৎ পথে চলা ইত্যাদি। পুরনো পোশাকের মতোই এই পাপময় জীবন ও শয়তানের কাজ ত্যাগ করে ঐশ প্রেরণায় নতুন মানুষ হয়ে উঠতে হবে। প্রভু যীশু নিজেই বলেছেন "সত্য তোমাদের স্বাধীন করে তুলবে।" তাই সৎ পথে চলা, সত্য কথা বলা, অন্যের মঙ্গল কামনা করা, অন্যদের সাথে কোমল ও সহৃদয় ব্যবহার করা, ক্ষমা লাভ ও দান করার মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীন হয়ে উঠি। সবকিছুতে ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করা, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করা এবং পবিত্র আত্মার প্রেরণা মতো জীবনযাপন করে আমরা স্বাধীন বা মুক্ত মানুষ হতে পারি। তবেই আমরা হয়ে উঠতে পারব নতুন এক মানুষ। যে-মানুষ সৃষ্ট হয়েছে ঐশপ্রতিরূপে, সত্যের প্রভাবে ধর্মিষ্ঠ ও পবিত্র এক সৃষ্টিরূপে।

মনে রাখি ঃ সত্য তোমাদের স্বাধীন করে তুলবে।

শব্দটীকা ঃ জীর্ণ পোশাক- পাপে পরিপূর্ণ পুরাতন জীবন; ধর্মিষ্ঠ- ধার্মিক, ন্যায়নিষ্ঠ; মুদ্রাঙ্কন- বিশেষভাবে চিহ্নিত

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**স্বাধীন হবার যে কোন তিনটি উপায় লিখুন এবং আপনি কীভাবে ব্যক্তিগত জীবনে এই উপায়গুলি অনুশীলন করেন তা দলে সহভাগিতা করুন।**

সারসংক্ষেপ

স্বাধীন হবার প্রধান উপায় হলো ব্যক্তিগত জীবন মূল্যায়ন করে পাপপূর্ণ পুরাতন জীবনের পরিবর্তন আনা। সৎ পথে চলা, সত্য কথা বলা, অন্যের মঙ্গল কামনা করা, অন্যদের সাথে কোমল ও সহৃদয় ব্যবহার করা, ক্ষমা লাভ ও দান করার মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীন হয়ে উঠি। মূলত সবকিছুতে ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করে, তাঁর ইচ্ছা পুর্ণ করে এবং পবিত্র আত্মার প্রেরণা মতো জীবনযাপন করে আমরা স্বাধীন বা মুক্ত মানুষ হয়ে উঠি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জীর্ণ পোশাকের মতোই ত্যাগ করতে হবে-

ক) নিজের স্বভাবকে খ) পুরনো মানুষটিকে

গ) নিজের ব্যক্তিত্বকে ঘ) গরিব মানুষকে।

২। স্বাধীন হবার উপায় হলো-

i. অন্যের বিপদে চুপ করে থাকা ii. ক্ষমা লাভ ও দান করা iii. অন্যের মঙ্গল কামনা করা

কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) ii ও iii

৩। পবিত্র আত্মার প্রেরণা মতো জীবন যাপন করে আমরা হয়ে উঠি-

ক) স্বাধীন বা মুক্ত মানুষ খ) প্রকৃত মানুষ

গ) পরাধীন মানুষ ঘ) ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

নম্রতা দশম শ্রেণির ছাত্রী। তার ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত পরিশীলিত এবং সে মুক্ত মনের মানুষ। যা সত্য, ন্যায়, গ্রহণযোগ্য তা তার আচরণে প্রকাশ পায়। বড়দের প্রতি সে শ্রদ্ধাশীল, সমবয়সীদের প্রতি বন্ধুসুলভ, ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়ণ ও কোমল, অভাবী-দরিদ্রদের প্রতি সহৃদয়, দুঃখী-রুগ্নপীড়িত মানুষের প্রতি সহমর্মী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার, সাহসী ও স্পষ্টভাষী, কিন্তু বিনয়ী। এক কথায় বলা যায়, নম্রতা একজন মুক্ত মনের মানুষ।

ক) "সত্য তোমাদের স্বাধীন করে তুলবে।"- এটি কার উক্তি?

খ) ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং পবিত্র আত্মার প্রেরণা অনুসারে কেন আপনি জীবন যাপন করবেন?

গ) কোন গুণগুলি অনুশীলন করলে আপনি স্বাধীন মানুষ হয়ে উঠবেন?

ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত নম্রতাকে কেন স্বাধীন বলা যায় তা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩: ১. খ ২. ঘ ৩. ক

পাঠ-১.৪ খ্রিষ্ট ও মুক্তি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- যীশুই মুক্তিদাতা তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে মানুষ লাভ করে পুনরুত্থানের নবজীবন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মুক্তিদাতা হিসেবে যীশুর কাজ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**খ্রিষ্ট, মুক্তি, দীক্ষাস্নান, পুনরুত্থান ও নবজীবন**

কলসীয় ২:৯-১৫

তোমরা মনে রেখো, খ্রিষ্টের দেহে অধিষ্ঠান করে ঈশ্বরের অখণ্ড পূর্ণতা; আর তোমারাও তো তাঁরই সঙ্গে মিলিত হয়ে পূর্ণতা লাভ করেছ, সেই তাঁরই সঙ্গে, সকল আধিপত্য ও কর্তৃত্বের মস্তকস্বরূপ যিনি। তেমনিভাবে তাঁরই সঙ্গে মিলিত হয়ে তোমরা পরিচ্ছেদিতও হয়েছ, অবশ্য মানুষের হাত দিয়ে করা পরিচ্ছেদনে নয়, বরং খ্রিষ্টের প্রবর্তিত সেই অন্যতর পরিচ্ছেদনে, যা মানুষের পাপপ্রবণ স্বভাবটাকেই ছাড়িয়ে দেয়। দীক্ষাস্নানে তোমরা খ্রিষ্টের সঙ্গে সমাহিত হয়েছিলে; আবার দীক্ষাস্নানেই তোমরা তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, যেহেতু তোমরা বিশ্বাস রেখেছিলে সেই স্বয়ং পরমেশ্বরেরই সক্রিয় শক্তিতে, যিনি খ্রিষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করে তুলেছেন। একসময় তোমাদের অপরাধ-অপকর্মের জন্যে এবং তোমাদের অপরিচ্ছেদিত স্বভাবের জন্যে তোমরা তো মৃতই ছিলে; কিন্তু তবুও পরমেশ্বর খ্রিষ্টের সঙ্গে তোমাদেরও সঞ্জীবিত করে তুলেছেনঃ আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমাই করেছেন! ... যে-ঋণপত্রখানি বিধানের যত নির্দেশের নামে আমাদের অভিযুক্ত করত, সেটা তিনি বাতিল করে দিয়েছেন : ক্রুশে গেঁথে দিয়ে তিনি সেটা নিশ্চিহ্নই করে দিয়েছেন। যত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের সমস্ত ক্ষমতাই তিনি হরণ করে নিয়েছেন এবং খ্রিষ্টের জয়যাত্রার বন্দীরূপে টেনে নিয়ে গিয়ে সবার সামনে তাদের কী দশাই না দেখিয়েছেন তিনি!

অনুধ্যানঃ খ্রিষ্টের মধ্য দিয়েই মানুষ পেয়েছে জীবনের পূর্ণতা, পাপের ক্ষমা ও প্রতিশ্রুত মুক্তি। যীশু মানবজাতির মুক্তিদাতা। খ্রিষ্টেতে দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে মানুষ লাভ করে পুনরুত্থানের নবজীবন। মানুষের সমস্ত পাপ তিনি ক্রুশে গেঁথে দিয়ে শয়তানের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করেছেন। যীশুই পথ, সত্য ও জীবন। তাঁর শিক্ষানুসারে জীবন যাপন করলেই মানুষ মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে পারে। আশাহীন মানুষ খুঁজে পায় নতুন জীবনের দিশা। মানুষের মুক্তির জন্য তিনি ছিলেন নির্ভীক। সমাজনেতা ও ভণ্ড ফরিসীদের তিনি ধিক্কার দিয়েছেন। সমাজের অন্যায় অবিচারের বিপক্ষে ক্ষমতাহীন, অবহেলিত, নিপীড়িত, দরিদ্র মানুষের পক্ষে তিনি কথা বলেছেন। অসুস্থ-পীড়িত, দৃষ্টিহীনকে তিনি নিরাময় করেছেন। মৃতকে দান করেছেন জীবন। এইভাবেই যীশুখ্রিষ্ট হয়ে উঠেছেন মানবমুক্তির অধিকর্তা।

মনে রাখিঃ যীশু মানব জীবনের মুক্তিদাতা। যীশুই পথ, সত্য ও জীবন।

শব্দটীকা ঃ অধিষ্ঠান- অবস্থিতি, উপস্থিতি; আধিপত্য- কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব, প্রভাব বিস্তার করা; দীক্ষাস্নান- বাপ্তিস্ম; প্রতিশ্রুত- প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**মুক্তিদাতারূপে যীশু কী কী কাজ করেছেন তা দলে সহভাগিতা করুন।**

সারসংক্ষেপ

যীশু প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা। তিনি যন্ত্রণাভোগ, ক্রুশীয় মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে মানবজাতিকে পাপমুক্ত করেছেন। মানুষের পাপ তিনি ক্রুশে গেঁথে দিয়েছেন। সমাজের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে, ক্ষমতাহীন, অবহেলিত, নিপীড়িত, দরিদ্র মানুষের পক্ষে তিনি কথা বলেছেন। অসুস্থ-পীড়িত, দৃষ্টিহীনকে তিনি নিরাময় করেছেন। মৃতকে জীবন দান করেছেন । যীশুখ্রিষ্টের মধ্য দিয়েই মানুষ লাভ করে ঐশ প্রতিশ্রুত মুক্তি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যীশুখ্রিষ্ট হলেন-

ক) ইহুদী সমাজনেতা
খ) প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা
গ) নিরাময়কারী
ঘ) প্রদেশপাল।

২। খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে মানুষ লাভ করে-

i. জীবনের পূর্ণতা ii. পাপের ক্ষমা iii. প্রতিশ্রুত মুক্তি।
কোন্‌টি সঠিক?

ক) i
খ) ii
গ) iii
ঘ) i, ii ও iii

৩। দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা খ্রিষ্টের সাথে-

ক) মৃত্যুবরণ করি
খ) সমাহিত ও পুনরুত্থিত হই
গ) অনন্ত জীবনের সহভাগী হই
ঘ) কালভেরির দিকে এগিয়ে যাই।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

"প্রভুর আত্মিক প্রেরণা আমার ওপর নিত্য অধিষ্ঠিত, কারণ প্রভু আমাকে অভিষিক্ত করেছেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীনদরিদ্রের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে, বন্দীর কাছে মুক্তি আর অন্ধের কাছে নবদৃষ্টি-লাভের কথা ঘোষণা করতে, পদদলিত মানুষকে মুক্ত করে দিতে এবং অনুগ্রহের বর্ষকাল ঘোষণা করতে" (লুক- ১৮-১৯)।

ক) যীশু কাদের ধিক্কার দিয়েছেন?
খ) যীশু কেন এই পৃথিবীতে এসেছিলেন?
গ) মানুষের মুক্তির জন্য যীশু কী করেছিলেন?
ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত শাস্ত্রের অংশে "মানব মুক্তির জন্য যীশুর কর্মপরিকল্পনা বর্ণিত হয়েছে"- ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪: ১. খ ২. ঘ ৩. খ

পাঠ-১.৫ ভক্ত জনগণ ও মুক্তি-১

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সকল ভক্তজনগণের জন্য ঐশমুক্তি উন্মুক্ত তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রভু যীশু যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে মানুষকে মুক্ত করেছেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সৎ জীবনযাপন করে মানুষ ঐশ মিলন সমাজ গড়ে তোলে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**পরমেশ্বরের অনুগ্রহ, পরিত্রাণ, আপন এক জাতি, বিশ্বাসী জনগণ, মিলন সমাজ ও খ্রিষ্টমণ্ডলী**

তীত ২:১১-১৪

এখন তো পরমেশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে, সমস্ত মানুষের জন্যে খুলে দিয়েছে পরিত্রাণের পথ। এই ঐশ অনুগ্রহ আমাদের এই শিক্ষা দেয়, আমরা যেন সব-রকম অধর্মপরায়ণ ও পার্থিব কামনা পরিত্যাগ করি, আমরা যেন এই সংসারে আত্মসংযত, ধর্মসম্মত, ভক্তিময় জীবনযাপন করি, আর তা করি আমাদের সেই ধন্য আশা পূরণেরই প্রতীক্ষায়, আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাতা যীশুখ্রিষ্টের মহিমা প্রকাশেরই প্রতীক্ষায়। তিনি আমাদের মুক্ত করতে পারেন এবং শুচিশুদ্ধ করে আমাদের যেন সৎকর্মে আগ্রহী তাঁর একান্ত আপন এক জাতির মানুষ করে তুলতে পারেন। তুমি এই সব কথাই সকলকে শোনাও। পুরোপুরি কর্তৃত্বের সুরেই কখনো উৎসাহ দিয়ে, কখনো আবার তিরস্কার করেই তা সকলকে বুঝিয়ে বল। দেখো, কেউ যেন তোমাকে তুচ্ছ করতে না পারে।

অনুধ্যানঃ মানুষ ঈশ্বরের অতি ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। স্বর্গীয় পিতা তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে একমাত্র পুত্রকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন যেন মানুষ পরিত্রাণ বা মুক্তি লাভ করতে পারে। তারা যেন পরিপূর্ণভাবেই জীবন পায়। যীশু চরম যাতনাভোগ, ক্রুশীয় মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে মানুষকে অর্থাৎ ভক্ত জনগণকে মুক্তি দান করেছেন। খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে সব মানুষ নতুন জীবন লাভ করেছে। খ্রিষ্টকে বিশ্বাস করে - তাঁর মুক্তি কাজ গ্রহণ করে - মানুষ হয়ে উঠে খ্রিষ্টবিশ্বাসী। খ্রিষ্টবিশ্বাসের মধ্য দিয়েই আসে ভক্তজীবনের পূর্ণতা। খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের নিয়ে গড়ে উঠেছে খ্রিষ্টমণ্ডলী। খ্রিষ্টমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে বিশ্বাসী ভক্তজনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুক্তির পথে এগিয়ে যায়। ভক্তজনগণ যেন এই সংসারে আত্মসংযত, ধর্মসম্মত, ভক্তিময় জীবনযাপন করে, সেই ধন্য আশা পূরণেরই প্রতীক্ষায় যে, মহান ঈশ্বর ও ত্রাতা যীশুখ্রিষ্টের মহিমা প্রকাশিত হবে। মুক্ত জনগণ শুচিশুদ্ধ হয়ে, সৎ জীবনযাপন করে হয়ে উঠে পিতার এক আপন জাতির মানুষ এবং এক ঐশ মিলন সমাজ।

মনে রাখিঃ পরমেশ্বরের অনুগ্রহ সমস্ত মানুষের জন্যে খুলে দিয়েছে পরিত্রাণের পথ।

শব্দটীকাঃ পরমেশ্বরের অনুগ্রহ - ঐশ কৃপা; পরিত্রাণ - মুক্তি; তিরস্কার - উপহাস; পরিপূর্ণভাবে - সম্পূর্ণরূপে

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**এমন তিনটি বিষয়ের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন যা খ্রিষ্টমণ্ডলীর ভক্তজনগণের মাঝে ঐক্য এনে দেয়।**

সারসংক্ষেপ

ভক্ত জনগণ ঈশ্বরের ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তিনি তাঁর একমাত্র ও অতি প্রিয় পুত্রকে মানুষ হিসেবে এই পৃথিবীতে পাঠিয়ে মানুষকে পাপ মুক্ত করেছেন। মুক্তির পথে আহূত এই ভক্তজনগণকে নিয়ে তিনি গড়ে তুললেন মণ্ডলী। এই মণ্ডলী হলো খ্রিষ্টের জনগণের মিলনসমাজ। খ্রিষ্টমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে বিশ্বাসী ভক্তজনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুক্তির পথে এগিয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পরমেশ্বরের অনুগ্রহ সমস্ত মানুষের জন্যে খুলে দিয়েছে -

ক) পরিত্রাণের পথ খ) মন্দিরের দরজা

গ) স্বর্গের দরজা ঘ) পবিত্রতার পথ।

২। খ্রিষ্টকে যিনি বিশ্বাস করেন - তাঁর মুক্তি কাজ যিনি গ্রহণ করেন, তিনি হলেন -

i. ঈশ্বর সেবক ii. ধার্মিক ব্যক্তি iii. খ্রিষ্টবিশ্বাসী

কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) ii ও iii ঘ) iii

৩। ঐশ ভক্ত জনগণের মিলন সমাজ হলো -

ক) গির্জাঘর খ) উপাসনালয়

গ) খ্রিষ্টমণ্ডলী ঘ) পরিবার।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

"শোন, ভাই, তোমরা আনন্দেই থাক, পূর্ণতা লাভের পথে এগিয়েই চল। একে অন্যের অন্তরে নতুন উদ্দীপনা জাগিয়ে তোল; হয়ে ওঠ একমন একপ্রাণ; নিজেদের মধ্যে তোমরা শান্তি বজায় রেখে চল। তাহলে সেই প্রেমবিধাতা, শান্তি বিধাতা পরমেশ্বর তোমাদের সহায় থাকবেন। তোমরা পবিত্র প্রীতিচুম্বনে পরস্পরকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ো। এখানকার সমস্ত ভক্তজনেরা তোমাদের প্রীতিনমস্কার জানাচ্ছেন! প্রভু যীশুখ্রিষ্টের অনুগ্রহ, পরমেশ্বরের ভালোবাসা ও পবিত্র আত্মার সাহচর্য তোমাদের সকলকে নিত্যই ঘিরে রাখুক" (২ করিন্থীয় ১৩:১১-১৩)

ক) খ্রিষ্টমণ্ডলী কী?

খ) মুক্ত জনগণ হয়ে উঠার জন্য একতা এতো গুরুত্বপূর্ণ কেন?

গ) মিলনসমাজ গড়ে তোলার জন্য ভক্ত জনগণের কীরূপ জীবনযাপন করা দরকার?

ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত সাধু পল করিন্থবাসীদের মুক্ত ভক্তজন হয়ে উঠার জন্য যে বিদায় আশীর্বাদ বাণী দিয়েছেন তা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৫: ১. ক ২. ঘ ৩. গ

পাঠ-১.৬ ভক্ত জনগণ ও মুক্তি - ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আদিমণ্ডলীর মুক্তিপ্রাপ্ত ভক্ত জনগণের জীবনযাপন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- মুক্তি লাভের পর কীভাবে মানুষ যীশুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভক্ত জনগণ মিলনের মাধ্যমে আনন্দ লাভ করে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

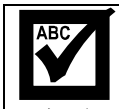 **মুখ্য শব্দ** (Key Words)	**প্রেরিতদূত, রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠান, ঐশ নিদর্শন, ঐক্যবদ্ধ ও পরিত্রাণ**

শিষ্যচরিত ২:৪২-৪৭

প্রেরিতদূতেরা যা-কিছু উপদেশ দিতেন, সকলে তা নিষ্ঠার সঙ্গেই শুনত: তারা মিলেমিশেই জীবন যাপন করত এবং নিয়মিত ভাবে রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানে ও প্রার্থনা-সভায় যোগ দিত। সেখানকার প্রতিটি মানুষের মনে কেমন যেন একটা ভয়-বিস্ময় জেগে উঠতে লাগল, কেন না প্রেরিতদূতেরা সেই সময় বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটাচ্ছিলেন, বহু ঐশ নিদর্শন দেখাচ্ছিলেন। খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা তো সকলেই ঐক্যবদ্ধ ছিল; তাদের সবকিছুই ছিল সকলের সম্পত্তি। তারা নিজেদের বিষয়সম্পত্তি বিক্রি করে যা পেত, তা সকলের মধ্যে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারেই ভাগ করে দিত। দিনের পর দিন তারা একপ্রাণ হয়ে নিয়মিত ভাবেই মন্দিরে যেত এবং তাদের ঘরে রুটি-ছেঁড়ার অনুষ্ঠানও করত; তারা আন্তরিক আনন্দ ও সরলতার সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করত। নিত্যই পরমেশ্বরের বন্দনা করত তারা: সকলেই তাদের ভালোবাসত। প্রভু পরিত্রাণের পথে যাদের নিয়ে আসছিলেন, তারই প্রেরণায় তেমন সব মানুষ দিনের পর দিন এসে শিষ্যদলে যোগ দিচ্ছিল।

অনুধ্যানঃ ভক্ত জনগণ বলতে আমরা বুঝি ঐশজনগণ তথা খ্রিষ্টমণ্ডলী। যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত মানুষ এক হয়ে গড়ে তুলল এক নতুন সমাজ। এই সমাজ হলো খ্রিষ্টমণ্ডলী। যীশু যখন তাঁর মুক্তিকাজ সম্পন্ন করে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন তখন প্রেরিতদুতেরা যীশুর বাণী প্রচার করছিলেন। তাঁদের উপদেশ শুনে জনগণ মিলেমিশে জীবনযাপন করতে লাগলেন। তারা নিয়মিতভাবে রুটি ছেঁড়া অনুষ্ঠান ও প্রার্থনা-সভা করতে লাগলেন। প্রেরিতদূতদের প্রচার ও নানা অলৌকিক কাজের মধ্য দিয়ে ভক্তজনগণ মুক্তিদাতা যীশুর মুক্তিকাজ অভিজ্ঞতা করতে লাগলেন। নিম্নতর পাপের স্বভাবের ঊর্ধ্বে উঠে, দলাদলি, রেষারেষি বাদ দিয়ে তারা এক ঐক্যের সমাজ গড়ে তুলল। মুক্তির ফল তারা লাভ করল আন্তরিক আনন্দ। আদিমণ্ডলীর মানুষের এই ধরনের জীবনযাপন দেখে অনেক মানুষ শিষ্যদের দলে যোগদান করল। অনেক মানুষ হলো খ্রিষ্টের অনুসারী এবং তারা লাভ করল মুক্তি। জনগণের মিলনসমাজ অর্থাৎ মণ্ডলী হয়ে উঠল মুক্তির প্রতীক। খ্রিষ্টের প্রতিনিধি হিসেবে এই মণ্ডলী মানুষকে মুক্তির পথে পরিচালিত করে।

মনে রাখিঃ মিলনে আসে মুক্তি, মুক্তির ফল আন্তরিক আনন্দ।

শব্দটীকাঃ রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠান - খ্রিষ্টযাগ; ঐক্যবদ্ধ - একতাবদ্ধ

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**মিলনে আসে মুক্তি, মুক্তির ফল আন্তরিক আনন্দ। আপনার নিজ জীবনের এমন একটি ঘটনা স্মরণ করুন এবং দলে সহভাগিতা করুন যার মধ্য দিয়ে আপনি মুক্তির আনন্দ লাভ করেছেন।**

সারসংক্ষেপ

যীশুখ্রিষ্ট হলেন মুক্তিদাতা। তাঁকে অনুসরণকারী জনগণ হলো খ্রিষ্টভক্ত। যীশুর মৃত্যুর পর প্রেরিতদূতদের প্রেরণায় গড়ে উঠেছিল আদিমণ্ডলী। আদিমণ্ডলীতে ছিল একতা, খ্রিষ্টবিশ্বাস, পরস্পর ভালোবাসা ও আন্তরিক আনন্দ। যা দেখে অনেক মানুষ হলো খ্রিষ্টের অনুসারী এবং তারা লাভ করল মুক্তি। জনগণের মিলনসমাজ অর্থাৎ মণ্ডলী হয়ে উঠল মুক্তির প্রতীক। খ্রিষ্টের প্রতিনিধি হিসেবে এই মণ্ডলী মানুষকে মুক্তির পথে পরিচালিত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ভক্ত জনগণ বলতে আমরা বুঝি -

ক) সাধারণ জনগণ
খ) সাধারণ নাগরিক
গ) বিশ্বাসী জনগণ
ঘ) ঐশজনগণ তথা খ্রিষ্টমণ্ডলী।

২। যীশুর মৃত্যুর ঐশ নিদর্শন দেখাচ্ছিলেন-

i. সাধুসাধ্বীরা ii. ফরিসীরা iii. প্রেরিতদূতেরা

কোন্‌টি সঠিক?

ক) iii
খ) i
গ) ii
ঘ) ii ও iii

৩। মুক্তির ফল হলো-

ক) আর্থিক সচ্ছলতা
খ) আন্তরিক আনন্দ
গ) সুসম্পর্ক
ঘ) দৈহিক নিরাময়।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

আনন্দনগর বেশ বড় একটি গ্রাম। প্রায় পাঁচ ছয়শ লোক এই গ্রামে বাস করে। কোন একটি কারণে গ্রামের লোকদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরাজ করছিল দলাদলি ও রেষারেষি। পারিবারিক, ধর্মীয় ও সামাজিক কোন মিলন উৎসব করত না। এতে কারো মনেই তেমন কোন স্বস্তি ছিল না। সেই গ্রামে একটি স্কুল ছিল। এই স্কুলে গ্রামের প্রায় সবার ছেলেমেয়েই পড়াশুনা করে। এরূপ পরিস্থিতিতে ২০১৪ সাল ছিল স্কুলটির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ। স্কুলের হেডমাস্টার গ্রামের সবাইকে নিয়ে একটি সভা ডাকলেন। তিনি পরামর্শ চাইলেন কীভাবে এই জুবিলী উৎসব উদ্‌যাপন করা যায়। তিনি সবাইকে বুঝিয়ে বললেন যে, দলাদলি গ্রামের কোন উন্নতি বা মঙ্গল বয়ে আনবে না। বরং মিলেমিশে কাজ করলে উন্নতি করা সম্ভব এবং তাতেই সবাই শান্তি ও আনন্দ নিয়ে এই গ্রামে বাস করতে পারবে। বিষয়টি উপলব্ধি করে গ্রামবাসী একত্রিত হয়ে অনেক জাঁকজমক সহকারে স্কুলের জুবিলী পালন করল এবং সবাই মিলে অনেক আনন্দ করল।

ক) জনগণের মিলনসমাজ কিসের প্রতীক?

খ) আদিমণ্ডলীর বৈশিষ্ট্যগুলো কী?

গ) কোন ধরনের আচরণগুলো জনগণের জীবনে মুক্তির আনন্দকে বিঘ্নিত করে?

ঘ) আদিমণ্ডলীর ভক্ত জনগণ ও উদ্দীপকে বর্ণিত আনন্দনগর গ্রামের জনগণের জীবনের একটি তুলনামূলক আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৬: ১. ঘ ২. ক ৩. খ

উত্তরমালা: ইউনিট-১

পাঠের নাম			
পাঠ-১	১) গ	২) গ	৩) খ
পাঠ-২	১) ক	২) গ	৩) ঘ
পাঠ-৩	১) খ	২) ঘ	৩) খ
পাঠ-৪	১) খ	২) ঘ	৩) খ
পাঠ-৫	১) ক	২) ঘ	৩) গ
পাঠ-৬	১) ঘ	২) ক	৩) খ